# স্বাস্থ্যব্যবস্থা এখন : অর্থনীতি ও রাজনীতি

সারা দেশ (পড়ুন মিডিয়া) যখন করোনাতে কত লোক আক্রান্ত হল/হবে ও কতলোক মারা গেলেন বা যাবেন এই নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত তখন আমাদের মত সন্দেহবাতিকগ্রস্ত কিছু লোকের মনে অন্য অনেক প্রশ্ন উঁকিঝুঁ কি মারছে। প্রশ্ন তোলার অধিকার কেড়ে নেওয়ার আগেই এই আলোচনা।

## প্রেক্ষাপট

গত দেড়-দু'শো বছরে মহামারীতে আমাদের দেশের বহু এলাকা জনশূন্য হয়ে গেছে। কিন্তু সেই তখনকার সময় ও এখনকার মধ্যে একটা পার্থক্য হল মানুষ এখন অনেকটা বেশি সচেতন। এখনকার শাসকরা ঠিক তখনকার মত করে ব্যাপারটাকে দেখতে ও দেখাতে পারবেন না। তাদেরকে মানুষদের বোঝাতে হবে যে তারা মহামারী রুখতে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট।

আমাদের কাজ এই প্রশ্নগুলো তোলা –

১. তারা এই মহামারী রুখতে কতটা আন্তরিক?

২. তারা যা করেছেন ও করছেন তার পেছনের রাজনীতিটা কি?

৩. এই মহামারী ও তাকে রোখার পদক্ষেপগুলো অর্থনীতি ও জনজীবনকে কতটা বিধ্বস্ত করেছে ও করছে?

৪. বিধ্বস্ত অর্থনীতি ও জনজীবনের পুনর্গঠনে তারা কতটা আন্তরিক?

৫. মহামারীজনিত পরিস্থিতি ভারতের শাসকশ্রেণীর সামনে তাদের এজেণ্ডা পূরণের কি কি সুযোগ এনে দিল?

## মহামারী প্রতিরোধে যথার্থ আন্তরিকতা

ঘটনাক্রম হল, জানুয়ারি ২০২০-র শেষদিকে করোনা ভাইরাস চীন থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়েছে। WHO একে প্যানডেমিক আখ্যা দিয়েছে। আমাদের দেশেও কেরলে প্রথম কেস সনাক্ত হয়েছে।

শাসকরা কী করলেন? তারা বিমানযোগে বিদেশে পাঠ/কর্ম/ভ্রমণরত ভারতীয়দের নিয়ে এলেন। এতে অমানবিকতা কিছুই ছিলনা, কিন্তু তাদের অন্তত ২ সপ্তাহ আলাদা করে রাখা, পরীক্ষার ব্যবস্থা করা এবং কেউ সংক্রমিত হলে contact tracing করা – এসব কিছুই তাদের মাথায় এল না ! তারা কি এতটাই নির্বোধ?

প্রতিরোধী সরঞ্জামের(PPE) কথা যদি ধরি, উৎপাদন বাড়িয়ে যথেষ্ট PPE মজুত করার বদলে মার্চের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত তারা রপ্তানি চালিয়ে গেলেন। স্বাস্থ্যকর্মীরা রেনকোট ও হেলমেট নিয়ে করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলেন।

## করোনা প্রতিরোধী কাজগুলোর পেছনের রাজনীতি

ভারতীয় শাসকদের দায়বদ্ধতা কাদের প্রতি? সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ নাকি বৃহৎ/কর্পোরেট পুঁজিমালিক শ্রেণী? শুধুমাত্র গত ১ বছরে দ্বিতীয় শ্রেণীটির প্রায় আড়াই লক্ষ কোটি টাকা ঋণ মকুব করা হয়েছে। কর্পোরেট কর ইত্যাদি ছাড়ের কথা ধরছিনা। অন্যদিকে ক্ষুধাসূচকে ভারতের স্থান আরো ক'ধাপ নেমে একেবারে তলার দিকে ঠেকেছে। স্বাস্থ্যখাতে বাজেট বরাদ্দ শতাংশের হিসেবে বছরবছর কমতির দিকে। GDP -র ১% স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় ও রাষ্ট্র তার মাত্র এক চতুর্থাংশ ব্যয় করে (অর্থাৎ GDP

১০০ টাকা হলে স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় ১ টাকা যার ২৫ পয়সা রাষ্ট্র দেয় আর ৭৫ পয়সা ব্যক্তিকে খরচ করতে হয়) ! এই পরিপ্রেক্ষিতে যে গণআন্দোলনগুলি ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ব্যাপ্তি লাভ করছিল একধাক্কায় সেগুলো দমিয়ে দেওয়া গেছে। শাসকশ্রেণীর যে হিংস্র প্রত্যাঘাত দিল্লিতে দেখা গেছে তার প্রয়োজন অন্ততঃ এখন সাময়িকভাবে নেই। অন্যধরণের রাজনীতিও করোনা নিয়ে পুরোদমে চলেছে। থালাবাজানো, মোমবাতি জ্বালানো থেকে টিভি চ্যানেলে চ্যানেলে পেটোয়া বিশেষ(অ)জ্ঞদের কর্ণভেদী চীৎকার এসব একটা দিক – অসচেতন জনগোষ্ঠীকে ব্যবহার করে, অবচেতন কুসংস্কারকে জাগিয়ে তুলে রাষ্ট্রের ব্যর্থতা থেকে নজর ঘোরানো। অন্যদিকে, পুরনো ও পরীক্ষিত ভেদাভেদের রাজনীতি। একটি বিশেষ ধর্মীয় জমায়েত থেকেই করোনা ছড়িয়েছে এমন প্রচারকে রাষ্ট্রীয় মদতে সংগঠিত করা হল। যেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কলকাতার সভা বা ট্রাম্পের ভারত সফর থেকে করোনা ছড়াতেই পারেনা (যদিও আজ অবধি আমেরিকা সর্বাধিক করোনা আক্রান্ত দেশ) !

মনে রাখা দরকার কেরল ঠিক ঐ সময়ে বিজ্ঞানসম্মত মহামারী প্রতিরোধী ব্যবস্থাগুলো সংগঠিত করে প্রমাণ করেছে করোনা অপরাজেয় নয়।

ফেব্রুয়ারির শেষ ও মার্চের গোড়ার দিক – ট্রাম্পের ভারত সফরকে কেন্দ্র করে লক্ষাধিক লোকের জমায়েত, NRC বিরোধী আন্দোলন ভাঙতে সশস্ত্র গুণ্ডাবাহিনী নামানো, এই কাজগুলো করোনা রোখার চেয়ে অনেকবেশি গুরুত্ব পেয়েছিল তখন শাসক শ্রেণীর চিন্তায়।

মজা হল, মার্চের শেষে তারা কয়েকঘন্টার নোটিশে গোটা দেশে অনির্দিষ্টকালীন লকডাউন চাপিয়ে দিলেন। একবারও ভাবলেন না ছোট উদ্যোগে কাজ করা শ্রমিক-কর্মী, ছোট কৃষক-ব্যবসায়ী, অন্তত ৭০% মানুষের ওপর কি অভিঘাত পড়বে। সত্যিই তারা এতটা নির্বোধ, না একাজের পেছনে তাদের শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গী সক্রিয় ছিল ?

## মহামারী ও লকডাউনে অর্থনীতি ও জনজীবনের ওপর বিধ্বংসী প্রভাব

আমাদের দেশে ৯০% লোক অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করেন যেখানে কাজের স্থায়িত্ব বা আয়ের স্থিরতা নেই। দীর্ঘ অপরিকল্পিত লকডাউন তাদের জীবন-জীবিকাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। GDP -র সম্ভাব্য সংকোচন, কর্মচ্যুতি, আয়হ্রাস, পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্দশা, মৃত্যু ইত্যাদি আলোচিত বিষয়গুলোতে যাব না, শুধু দুটি উদাহরণ দেব। মে'র গোড়াতে CMIE-র হিসেব মোতাবেক বেকারির হার ২৭% ! আরেকটি হিসেবে ৬০% এর মত ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ লালবাতি জ্বালতে বসেছে। এসব নিয়ে প্রশ্ন তুললেই সম্ভাব্য জবাব হবে – লকডাউন এগুলোর কারণ হতে পারে কিন্তু অন্য উপায় তো কিছু ছিলনা। আর লকডাউন অর্থনীতি ও জীবিকার যা-ই ক্ষতি করুক, মৃত্যু সংখ্যা অনেকটা কমিয়েছে। এখানে একটা প্রশ্ন না এসে পারে না, লকডাউন করোনাজনিত মৃত্যু কমালেও অন্যকারণে মৃত্যুহারে কি পরিবর্তন এনেছে ? অন্তত গত তিন মাসে ?

অভিজ্ঞতা বলছে লকডাউনে প্রায় তিনমাস অন্যান্য চিকিৎসা ও পরিবহণ পরিষেবা প্রায় বন্ধ ছিল। তাতে অন্যান্য রোগে অনেক মৃত্যু হয়েছে। ভারতে এর হিসেব কে দেবে ? ইউরোপে এর হিসেব হয়েছে/হচ্ছে। ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল এই ৩ মাসে মৃত্যুহার প্রায় ৫০% বেশি (গত ৫ বছরের গড় হিসেবের তুলনায়)। কিন্তু তার মধ্যে ২৫% করোনা ও ২৫% করোনা বহির্ভূত কারণে। সবদেশে বাড়তি মৃত্যুহার সমান নয়। মজার কথা সুইডেনে যেখানে লকডাউন হয়নি, সেখানে বাড়তি মৃত্যুহার সবচেয়ে কম – ১২%। এটা বলছি না যে লকডাউনের কোনো দরকার ছিল না, বা সুইডেনের সাথে আমাদের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা তুলনীয়। কিন্তু এই প্রশ্ন তোলাই যায়, যে লকডাউন অর্থনীতি ও মানুষের জীবনজীবিকাকে তছনছ করে দিল তা কি সত্যি মৃত্যু কমাতে পেরেছে নাকি করোনাজনিত মৃত্যু কমালেও অন্য কারণে মৃত্যু বাড়িয়ে শেষ বিচারে লাভের লাভ কিছু করতে পারেনি ?

## জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত কয়েকটি তথ্য

লকডাউনে টিবি রোগীদের কফ পরীক্ষার হার কমেছে ৩৩%, ম্যালেরিয়া রোগ নির্ণয়ের হার ৩৩%, টীকাকরণের হার (বিশেষত MMR) ৬৯%, ক্যান্সার আক্রান্তদের চিকিৎসার সুযোগ কমেছে ৬৯%, পরিকল্পিত সার্জারি প্রায় ১০০%। ভারতে প্রতি দেড় মিনিটে একজন টিবিতে মারা যান, প্রতিবছর ম্যালেরিয়াতে মারা যান ২০,০০০ জন।

কাজেই লকডাউনে করোনা বহির্ভূত মৃত্যুর হিসেব করতে গেলে এই সব রোগে অতিরিক্ত মৃত্যুর দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধিকেও ধরতে হবে। শুধু তাই নয়, অচিরেই গোটা জনস্বাস্থ্যে কি ভয়াবহ প্রভাব পড়তে চলেছে তা দারুণ দুশ্চিন্তার বিষয়। চিন্তা করা যাদের কাজ তারা কি আদৌ এগুলো ভাবছেন ?

## বিধ্বস্ত অর্থনীতি ও জীবন জীবিকার পুনর্গঠনে শাসকরা কি সত্যিই আন্তরিক

গত শতাব্দীর ত্রিশের দশক থেকে পুঁজিবাদী মহলে এই ধরণের আর্থিক সঙ্কট মোকাবিলায় জনকল্যাণখাতে রাষ্ট্রীয় ব্যয় বৃদ্ধি একটা মোটামুটি পরীক্ষিত দাওয়াই। অনেক অর্থনীতিবিদ এদিকে দৃষ্টিনির্দেশ করলেও আমাদের শাসকরা সে'পথে হাঁটছেন না। আমেরিকা ও জাপানের মত দেশ ইতিমধ্যে GDP-র ১৬% ও ২০% আর্থিক স্টিমুলাস হিসেবে খরচ করার কথা বলেছে। আমাদের অর্থমন্ত্রীর ২০ লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজের অধিকাংশ আগের বাজেট বা ইতিমধ্যেই ঘোষিত দেয় টাকা। বাস্তবে এই প্যাকেজ ২.৫ – ৩ লক্ষ কোটি টাকার বেশি নয়, যা GDP -র মাত্র ১-২%।

মানুষের হাতে কাজ নেই, টাকা নেই। অতএব ভোগ্যপণ্যের চাহিদা নেই। চাহিদার অভাবজনিত সংকট কাটিয়ে উঠতে দরকার ছিল রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে কর্মসংস্থান, যাতে সবচেয়ে নীচের আর্থিক স্তরের মানুষের হাতে টাকা পৌঁছয় তার ব্যবস্থা করা। স্বাস্থ্যখাতে যেখানে রাষ্ট্রীয় ব্যয় GDP -র ০.২৫%, এই খাতে ব্যয় বাড়িয়ে তিনটি উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারত – **১. মহামারী মোকাবিলা ২. স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদী উন্নতি ৩. স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে কিছুটা হলেও আর্থিক পুনরুজ্জীবন**।

চীন পুঁজিবাদী দেশ হলেও এরকম কিছু পদক্ষেপ নিচ্ছে। আমাদের কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসক দলের হাজার গিমিক ও নাটকবাজির ভেতরে একবারও স্বাস্থ্যখাতে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির কথা কি কেউ শুনেছেন? ঠিক উল্টোদিকে হেঁটে অর্থমন্ত্রী আমাদের শোনালেন প্রতিরক্ষা, মহাকাশ গবেষণা থেকে শুরু করে আণবিক শক্তি গবেষণা পর্যন্ত বেসরকারিকরণের অমৃতনামা।

## করোনা শাসকশ্রেণীর সামনে তাদের এজেন্ডা পূরণের কি কি সুযোগ এনে দিল

অন্তত: তিনদিক থেকে করোনা এই সুযোগ এনে দিয়েছে –

ক) শ্রমসম্পর্কে ব্যাপক বদল এনে পুঁজিকে অতিশোষণের সুযোগ করে দেওয়া।

খ) ভারত ইতিমধ্যেই আর্থিক মন্দার খাদের ধারে দাঁড়িয়েছিল। যার বড় কারণ ছিল শাসকদের অনুসৃত নীতি– নোটবন্দী, অপরিকল্পিত ভাবে GST চাপানো, সাধারণভাবে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা তলানিতে গিয়ে ঠেকা। আবার উল্টোদিকে মানুষের মধ্যেও এ'নিয়ে সচেতনতা ও প্রতিবাদী মানসিকতার জন্ম দিচ্ছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে NRC/CAA বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধছিল। করোনা যেন শাসকের কাছে দুই চ্যালেঞ্জ একধাক্কায় দমিয়ে দেবার 'স্বর্গীয়' হাতিয়ার!

গ) তিন দশকের বিশ্বায়ন/উদারীকরণের শেষটুকু করে ফেলবার সুযোগ। রেল, ব্যাঙ্ক, বীমা বেসরকারিকরণ ,ব্যাঙ্ক সহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানে মানুষের সারাজীবনের সঞ্চয় লুটে নেওয়ার আইন পাশ – সবকিছুর পথ মসৃণ করে দিয়েছে করোনা। সম্ভবত সামনের কয়েকমাসের ভেতর শাসকরা তাদের প্রভুদের কাছে দায়বদ্ধতার প্রমাণ দেবেন। খেটে খাওয়া মানুষ করোনাভীতি এবং জমায়েত- আন্দোলনের ওপর নিষেধাজ্ঞার কারণে নিয়মমাফিক প্রতিবাদটুকুও করতে পারবেন না। এই ভীতি কাটিয়ে উঠে কিভাবে তাদের সংগঠিত করা যায় সেটা গণতন্ত্রের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ।

দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী
কলকাতা, ১৮ জুন, ২০২০

যোগাযোগ : 9831172060
nagarikmancha@gmail.com